ধূমপান নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন

– শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ধূমপান একটি ভয়াবহ বিপদ। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ধূমপানসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকাসক্তের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। ধূমপানের হার কমাতে কার্যকর হবে– এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বৃহস্পতিবার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি) আয়োজিত 'তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও আমাদের দায়িত্ব' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুমে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ধূমপানমুক্ত করতে হলে সবার আগে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন একটি সামাজিক আন্দোলন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. অরুণা বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রেক্সোনা কাদের।

বৈঠকে বক্তারা জানান, নগর স্বাস্থ্য জরিপ অনুযায়ী নগরীতে এক-তৃতীয়াংশ এবং শহরের এক-পঞ্চমাংশ কিশোর ও যুবকরা ধূমপান করে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সে। টোব্যাকো অ্যাটলাসের এক রিপোর্টের বরাত দিয়ে বক্তারা আরও জানান, দেশে প্রতি বছর ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২.৯ শতাংশ ছেলে এবং ১.১ শতাংশ মেয়ে নতুন ধূমপায়ী হিসেবে যোগ হচ্ছে এবং একই বয়সের ৩৪.৭ শতাংশ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধূমপান নিরসনে বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন।

বৈঠকে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় তামাক নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন এসিডির প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর এহ্ছানুল আমিন ইমন। বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদান করেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের কনসালট্যান্ট শরিফুল আলম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এসিডির নির্বাহী পরিচালক সেলিমা সারওয়ার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপপরিচালক ইকবাল মাসুদ। –প্রেস বিজ্ঞপ্তি